জুলাইয়ে লাল প্রোফাইল নয়, কাচ ভাঙার ছবি দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম: ফাহমিদা

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২৩:৪২, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন বামপন্থী তিন সংগঠনের প্যানেলের (অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪) বি এম ফাহমিদা আলম। রোববার (৩১ আগস্ট) বিচারপতি এস কে তাহসিন আলী ও হাবিবুল গণির বেঞ্চে রিট দাখিল করা হয়।

এ ঘটনার পর বামজোট সমর্থিত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমের জুলাই গণভ্যুত্থানের ভূমিকা প্রশ্ন ওঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

গত বছরের ৩০ জুলাই ফাহমিদা নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ভাঙা কাচের ছবি পোস্ট করেন। তার ফেসবুক প্রোফাইলে দেখা যায়

জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন আন্দোলন নিয়ে কোনো পোস্ট বা কোনোকিছু লেখেননি তিনি। শুধু ৩০ জুলাই তিনি ভাঙা কাচের ছবি একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। প্রোফাইল লাল করা কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেননি তিনি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে অভিযোগ তোলেন যে, ছবিটি মিরপুর-১০ মেট্রোস্টেশনে ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

তবে ফাহমিদা জানিয়েছেন, তার শেয়ার করা ছবিটি মেট্রোস্টেশনের ভাঙা কাচের ছবি নয়। সেই সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী শিল্পী হিসেবে নিজস্ব প্রতিবাদে এই ছবি শেয়ার করেছেন। প্রোফাইল লাল না করা মানেই বিরোধিতা করা, এমন ধারণাকে একধরনের ফ্যাসিবাদ মনে করছেন তিনি। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ফেসবুকে এমন পোস্ট দেওয়ার ব্যাখ্যা দেন তিনি।

ফাহমিদা আলম বলেন, আমার শেয়ার করা ছবিটি মেট্রোরেলের নয়। এ ছবিটি গত বছরের মে চারুকলায় তোলা একটি ছবি। ছবিটির মধ্যে অন্য তাৎপর্য আছে। সেটির মধ্যে প্রকৃতির একটি রিফ্লেকশন দেখা যাচ্ছে। আমি ছবি তুলতে পছন্দ করি, নিজে একজন আর্টিস্ট। ভাঙা কাচ দিয়ে হৃদয় ভাঙাকে বুঝানো হয়েছে। অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিল সেই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্তিযুক্ত ছিল। এটা আমার নিজস্ব প্রতিবাদ। ছবিটি আমার কাছে ভালো লেগেছিল তাই শেয়ার করেছি।

প্রোফাইল লাল না করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার প্রোফাইল লাল ছিল না এটা একধরনের সোশ্যাল ফ্যাসিবাদ। প্রোফাইল লাল না করলে কেউ সে এটার বিরোধিতা করছে এটা ধরে নেয়া একধরনের মূর্খতা। ফ্যাসিবাদের আরেকটা রূপ।

রিটের ব্যাখ্যায় ফাহমিদা বলেন, এস এম ফরহাদ মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটকে ধারণ করেন না। তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পদে ছিলেন। তার কোনো পদত্যাগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয়, তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠনের হয়েই এখনো নির্বাচন করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেননি পদত্যাগ করেছেন কি না। সেই জায়গা থেকেই রিটটি করা হয়েছে।

অন্যান্য ছাত্রলীগ পদধারী ব্যক্তিদেরকে রিটে অন্তর্ভুক্ত করবেন কি না প্রশ্নে ফাহমিদা বলেন, সবার বিষয় অবজারভার করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। পুরো

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রিট করা আমার দায়িত্ব না। আমার সামনে যেটি এসেছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমি কাজ করেছি।